আগস্ট বিপ্লব

সুপ্রিয় মুন্সী

ভারতের স্বাধীনতার জন্যে মহাত্মা গান্ধী পরিচালিত আন্দোলনগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলন হল ১৯৪২ সালের 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন। যেহেতু আগস্ট মাসে এটি শুরু হয় তাই এটি আগস্ট আন্দোলন বা আগস্ট বিপ্লব নামেও ইতিহাসে পরিচিত।

এই আন্দোলনকে বিপ্লব আখ্যা দেওয়ার যথেষ্ট যৌক্তিকতা আছে। এমন স্বতোপ্রণোদিত ও স্বতঃস্ফূর্ত জনজাগরণ ও অভ্যুত্থান এর পূর্বে আর দেখা যায়নি। ইতিহাসে এটি প্রকৃত 'জনযুদ্ধ' বলেও পরিচিত হতে পারে। দ্বিতীয়ত, আসমুদ্র হিমাচল প্রায় সমস্ত ভারতবাসী মহাত্মাজীর 'করঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে' মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে এই যজ্ঞে নিজেদের আহুতি দিতে এগিয়ে এসেছিলেন অর্থাৎ একটি মৌলিক মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তন, আপসমূলক মনোবৃত্তি পরিত্যাগ ও সবরকম ভয়কে অতিক্রম করার প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা গিয়েছিল। তৃতীয়ত, এই আন্দোলন বেশ কয়েক বছর ভারতের বিভিন্ন স্থানে স্থায়ী হয়েছিল এবং ১৯৪৬ সালের নৌ-বিদ্রোহের মধ্যে এর সঠিক পরিসমপ্তি ঘটে। চতুর্থত, এই বিপ্লবে নেতৃত্ব জনসাধারণই গ্রহণ করেছিলেন কারণ নেতা মাত্রকেই গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। এক প্রখ্যাত ইংরেজ ঐতিহাসিক একে 'রাডারলেশ' জাহাজ এর সঙ্গে তুলনা করেছেন এবং সরাসরি হিংসার রাজনীতি ছাড়া আন্দোলনের সব রকম পন্থাই এই আন্দোলনে ব্যবহৃত হয়েছিল। পঞ্চমত, যে বর্বর, অমানুষিক ও নৃশংস অত্যাচারের সম্মুখীন জনসাধারণকে হতে হয়েছিল এবং তা সত্ত্বেও তাঁরা তাঁদের আন্দোলন অব্যাহত রেখেছিলেন, তার উদাহরণ হয়ত ইতিহাসে বিরল।

এই আন্দোলনের গুরুত্ব ও ব্যাপকতা সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ হয়নি বা প্রচারিত হয়নি তার কারণ বোধহয় (১) একটি রাজনৈতিক দলের সন্দেহজনক ও বিশ্বাসঘাতকতামূলক ভূমিকা ও (২) বিতর্কিত মন্তব্য হলেও স্বাধীনতার পরে পরে যে ব্যক্তিগণ দেশ-শাসন করেছিলেন তাঁদের সঙ্গে সেই রাজনৈতিক দলটির নৈকট্য।

১৯৪২ সালের মার্চ মাসে আগত 'ক্রিপস্ মিশন' ভারতীয় নেতৃবৃন্দ ও জনগণের কাছে ভারতকে স্বশাসন দেবার বিষয়ে বৃটিশ শাসকদের প্রকৃত মনোভাব প্রকাশ করে দেয় ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরিস্থিতিও নেতৃবৃন্দকে যথেষ্ট চিন্তান্বিত করে। ১৪ই জুলাই ওয়ার্ধায় অখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটি একটি প্রস্তাবের মাধ্যমে ভারতে বৃটিশ শাসনের অবসানের জন্যে শাসকবর্গের কাছে আবেদন করেন, অন্যথায় ব্যাপক সংগ্রামের কথা ঘোষণা করেন। স্থির হয় বোম্বাইতে ৭ই আগস্ট অখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। এই সিদ্ধান্তই 'ভারত ছাড়ো' সিদ্ধান্ত বলে পরিচিত। ৮ই আগস্ট, ১৯৪২ রাত দশটায় এটি গৃহীত হয় এবং ৯ই আগস্ট ভোরবেলায় সব নেতাকে বন্দি করা হয়। জনগণের কাছে মহাত্মা গান্ধী যে বিদায় ভাষণ দেন তাতে বলা হয় যে তাঁরা যেন নিজেদের স্বাধীন বলে মনে করেন ও নিজেরাই আন্দোলনে নেতৃত্বের ভার গ্রহণ করেন। ভারতের স্বাধীনতা অর্জনই যেন তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য হয় এবং এর জন্যে প্রয়োজনে মৃত্যু বরণেও তাঁরা যেন পিছপা না হয়। তাঁদের অভিমন্ত্র 'করব নয় মরব'।

এরপরেই ইতিহাস। ৯ই আগস্ট সমগ্র ভারত 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে', 'ইংরাজ ভারত ছাড়ো' ইত্যাদি ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে ওঠে।

যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, বালক-বালিকা দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে নানাভাবে শাসক-বিরোধী আন্দোলনে ব্রতী হয়। প্রথমে আন্দোলন ছিল অহিংস তারপর সরকারের মানুষিক অত্যাচারে উৎপীড়িত ও সর্বস্বান্ত হয়ে জনগণ হিংস্র উপায় অবলম্বন করে। গুপ্ত আন্দোলনের একটি ধারাও সংঘটিত হয়।

তথ্য অনুযায়ী সরকার বিহার। বাংলা ও ওড়িশার আকাশ থেকেও মেশিনগানে জনতার উপর গুলি ছোঁড়ে। পুলিশ, সৈন্যদের গুলি ও লাঠির আঘাতে কেবল ২৭শে সেপ্টেম্বরের মধ্যেই ৬৫৮ জন মারা যায় ও ১০০০ জন আহত হয় (সরকারী তথ্য)। আন্দোলনকারীদের ওপর চলে অকথ্য অত্যাচার, ঘরে ঘরে আগুন লাগানো ও ব্যাপক লুণ্ঠন।

মেয়েদের এমনকি গর্ভবতী নারীদের ওপরেও পাশবিক অত্যাচার, অনাহারে হাজতে আটকে রাখা, বিনা বিচারে দীর্ঘসময়ে জেলে রাখা, বলপূর্বক পাইকারিভাবে জরিমানা আদায় করা ইত্যাদি দমনমূলক কার্য সরকারের তরফ থেকে অনুষ্ঠিত হয়। আন্দোলন বিষয়ে মতপ্রকাশ, যোগাযোগ, খবরাখবর প্রদান, স্বদেশী সংবাদপত্র, এসবতো নিষিদ্ধ হয়ই।

এর প্রতিবাদে আন্দোলনকারীরা যে সব ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত হন তা সরকারী তথ্য অনুযায়ী :

রেল স্টেশনে ক্ষতি বা ধ্বংস করা ৩১৮টি স্থানে, ডাকঘর আক্রমণ ৫৫০টি স্থানে, ডাকঘর ক্ষতিগ্রস্ত ২৬০টি স্থানে, ডাকঘর পোড়ানো ৫০টি স্থানে, টেলিগ্রাম, টেলিফোন তার কাটা ১১,২৮৫টি স্থানে, পুলিশ থানা পোড়ানো ১৯২টি স্থানে, সরকারী দপ্তর পোড়ানো ৪৯৪টি স্থানে, পুলিশ, সৈন্য নিহত ৭৩ জন, পুলিশ, সৈন্য আহত ১৪৩৩ জন। আগস্ট বিপ্লবের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট ছিল একটিও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা না হওয়া, যদিও যথেষ্ট প্ররোচনা ছিল। মহম্মদ আলি জিন্নার নিষেধ সত্ত্বেও বহু মুসলমান ভাই-বোন এতে অংশগ্রহণ করেন।

১৯৪২-এর ‘ভারত ছাড়ো’ আন্দোলন বা ‘আগস্ট আন্দোলন’ বা ‘আগস্ট বিপ্লব’ - এর ব্যাপকতা সত্যিই আমাদের বিস্মায়িত করে। এই আন্দোলনের প্রকৃত ইতিহাস রচনা করে তা জাতির গোচরে আনা উচিত যাতে দেশপ্রেম জোয়ার আবার ভারতভূমিকে প্লাবিত করে দেশ ও জাতিকে উন্নত করে। যে সার্বিক অবক্ষয়ের সম্মুখীন হয়েছি আজ, আমরা তাকে দূর করার শপথ নিতে হবে আজ। আর অগণিত শহিদ ও ত্যাগব্রতী দেশবাসী, যাঁরা আমাদের স্বাধিনতা আন্দোলনে তাঁদের সর্বস্ব এমনকি জীবনদান করেও আমাদের ভবিষ্যতকে সুদৃঢ় করতে চেয়েছেন তাঁদের স্মৃতির প্রতি আমরা এই অবসরে শতকোটি প্রণাম জানাই।